দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ: 30 APR 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কাগজেকলমে কোটি শিক্ষার্থী, বাস্তব অবস্থা করুণ

মামুন-অর-রশিদ

ভাগবাটোয়ারার মাধ্যমে সরকারী টাকা পানিতে ঢেলে দেয়া হচ্ছে

উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের ৬শ' ৩৫ কোটি টাকায় পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমে কাগজে-কলমে কোটি শিক্ষার্থীর সাক্ষর জ্ঞানের কথা বলা হলেও বাস্তব অবস্থা খুবই করুণ। প্রকৃত অবস্থা 'কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নেই'। ১২ বছর ধরে এভাবে সরকারী টাকা ভাগ-বাটোয়ারার মাধ্যমে পানিতে ঢালা হচ্ছে। দেশব্যাপী এসব প্রকল্পে যারা কাজ নিচ্ছেন

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

...া ফাইল ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ সেরে দেয়াতে ...ঞ্চলে গণশিক্ষা কার্যক্রমের স্কুলগুলো 'জিনের স্কুল' ...ে পরিচিত। পড়ানোর ঘর নেই, শিক্ষক নেই, ছাত্র ... কারও কোন সাক্ষাত নেই, তবুও শোনা যায় স্কুল ...ই। অধিদফতরের হিসাব অনুযায়ী 'হাওয়াই' এসব ...র মধ্যে কার্যক্রম শেষ করেছে ৫ লাখ ৭৮ হাজার ...১৩টি। এসব কেন্দ্রে শিখেছে এক কোটি ৭৩ লাখ ... হাজার ৫শ' ৫৯ জন। বর্তমানে নাকি ৬ লাখ ১১ ...র ১শ' ৫৬ কেন্দ্রে এক কোটি ৮৩ লাখ ১৯ হাজার ...১৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এই পরিমাণ কাজ বাস্তবে ...ে থাকলে দেশে সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে উঠত। ... বাস্তবে অতিগোপনীয়তার সঙ্গে চলে এসব ফাইল ...ং। তাই অতীতের প্রকল্প পুনর্মূল্যায়ন ও বর্তমান এনজিও নির্বাচন বাতিলের দাবি উঠেছে। আন্দোলনের কর্মসূচীও ঘোষণা করেছে। আগামী ১৮ মে অধিদফতর ভবনের সামনে কোয়ালিশন অব লোকাল এনজিও (সিএলএন) মানববন্ধন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। ডিজির দফতর থেকে জানানো হয়েছে, তিনি বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। তবে গতকাল কয়েক আঞ্চলিক এনজিও কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক এনজিও মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এসব প্রকল্পে স্থানীয় এনজিওগুলোর কাজ তেমন করতে হয় না। রিপোর্ট তৈরি করে দিতে হয় এ কারণে মুনাফা খুব বেশি থাকে। তিনি আরও জানালেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই প্রকল্প কোন কাজে আসে না। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের পাশাপাশি যেসব এনজিওকে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় তারা অধিদফতর থেকেও টাকা পায়, আবার আঞ্চলিক পর্যায়ের এনজিওগুলোকে তাদের খুশি রাখতে মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে হয়। তা না হলে ভাল রিপোর্ট করানো যায় না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যেন 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। এ ছাড়া যেসব প্রকল্পে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা যৌথভাবে কার্যক্রম মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকেন তাদের ও খুশি রাখতে হয়। বরাদ্দপ্রাপ্ত টাকা তোলার জন্য এসব কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণ রিপোর্টের দরকার হয়। এই রিপোর্ট ভাল করে দেয়ার জন্য স্থানীয় এনজিওগুলোকে তার সবাইকে খুশি রাখতে হয়। দেশের সর্বদক্ষিণের সেই এনজিও কর্মকর্তা এবারের বরাদ্দে কাজ পেয়েছেন। কিভাবে কাজ পেলেন সে প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, সরকারের উচ্চপর্যায়ে তাঁর এক আত্মীয় কাজ করেন। এছাড়া ক্ষমতাসীন মহলের [illegible] দক্ষিণাঞ্চলের সেই বিশেষ [illegible] দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন [illegible] এই এনজিও কর্মকর্তা নিজেই স্বীকার করেছেন 'কাজ আর কি হয়, রিপোর্ট ভালভাবে দিতে হয়। তবে কেন্দ্র থেকে মাঠ পরিদর্শনে গেলে তখন কেন্দ্র, শিক্ষক ও ছাত্র-এসব আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হয়। তবে আঞ্চলিক পর্যায়েও কেন্দ্রের মতো কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়। আঞ্চলিক একটি এনজিওর মালিক জানিয়েছেন, আগে তাঁরা কেন্দ্রীয়ভাবে এডাবের সঙ্গে ছিলেন। তবে এবার কাজ পাওয়ার জন্য তাঁরা এডাব ছেড়ে নবগঠিত সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ১২ বছরে ৬শ' ৩৫ কোটি টাকা খরচের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। নতুন করে অধিদফতর থেকে প্রায় চার শ' কোটি টাকা চেয়ে ফাইল পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের নানা রকমের টানাপোড়েনের কথা শোনা গেলেও এই প্রকল্প নাকি টাকা পাবেই। কারণ হিসাবে জানা গেছে, এবার আঞ্চলিক পর্যায়ে দলীয় ক্যাডার, ভবঘুরে কর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতেই এই প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। নতুন করে গত ১৩ এপ্রিল একটি জাতীয় দৈনিকে দেশের তিনটি বিভাগের তিনটি জেলার ১২ উপজেলার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ১৭ মে এই প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেয়ার শেষ দিন। ইতোমধ্যেই এই প্রকল্পে কাজ পাওয়ার জন্য ব্যাপক তদ্বির শুরু হয়ে গেছে। গতকাল অধিদফতরের কার্যালয়ে এই বিজ্ঞাপনের একটি কপি চেয়ে পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত এক পিয়ন একটি কপির জন্য এক শ' টাকা লাগবে বলে অনেকক্ষণ গড়িমসি করে। পরে ২০ টাকায় সে কপি দিতে রাজি হয়। এখন পিয়ন-ক্লার্ক সবাই প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করা হলেই খুব উল্লসিত হয়ে ওঠে। তারা পার্টির খোঁজে ব্যাপক তৎপর হয়ে পড়ে। এই পিয়ন-ক্লার্করা বসদের কাছে খুবই আস্থাভাজন। এই অবস্থায় চলছে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। এবার চরম দলীয় ভিত্তিতে, উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে এনজিও নির্বাচন ও বরাদ্দ প্রদানের কারণে কোয়ালিশন অব লোকাল এনজিও (সিএলএন) আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। অতিসত্বর তারা বর্তমান বরাদ্দ বাতিল, পূর্বের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের দাবি জানিয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থানে অনড় থাকলে সিএলএন কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীতে আন্দোলনের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ে আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। আগামী ১৮ মে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অধিদফতর ভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে।